সূচিপাতা

অনুবাদকের কথা **৯**

প্রথম অধ্যায়: মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য **১১**

মাতাপিতার সাথে সদাচার করার বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা ১১

মাতাপিতার সাথে সদাচার করার বিষয়ে হাদীসের নির্দেশনা ১৪

মাতাপিতার সাথে ভালো আচরণ করার যৌক্তিকতা ১৬

মা-বাবার সেবা করার ফযীলত ১৮

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল—পিতামাতার সেবা করা ২০

মাতাপিতার সেবায় বয়স বৃদ্ধি পায় ২১

মাতাপিতার কতটুকু পরিমাণ খেদমত করা জরুরি? ২৪

খেদমত পাওয়ার ক্ষেত্রে মা সবার আগে ২৭

বাবার অবদানের প্রতিদান দিতে সন্তান অপারগ ৩৩

মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার পুরস্কার ৩৪

মা-বাবার জন্য ব্যয় করার সাওয়াব ৩৮

পিতামাতার বেশি বেশি খেদমত করার দৃষ্টান্ত ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়: মাতাপিতার অবাধ্যতা ও এর পরিণাম **৪৭**

মা-বাবার অধিকার নষ্ট করার গুনাহ ৪৭

বাবার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি ৫৫
মায়ের অবাধ্য হওয়ার শাস্তি ৫৭
'উকূক' বা অবাধ্যতার পরিচয় ৬৫
সন্তানের জন্য পিতামাতার দুআ দ্রুত কবুল হয় ৬৬
সন্তানের ওপর পিতামাতার বদদুআর প্রভাব ৬৮
নিজ পিতা বা সন্তান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করার গুনাহ ৭০
অন্যকে নিজের বাবা বলে পরিচয় দেওয়ার ভয়াবহতা ৭১
নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া—সবচেয়ে বড়ো কবীরা গুনাহ ৭২
সন্তানকে কিছু দেওয়ার পর পিতার জন্য তা ফেরত নেওয়া বৈধ ৭৩

তৃতীয় অধ্যায়: পিতামাতার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয় ৭৪
সন্তান তার নেক আমল অব্যাহত রাখবে ৭৪
মা-বাবার বন্ধু-বান্ধব ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে ভালো আচরণ করবে ৭৯
পিতামাতার কবর যিয়ারত করবে ৮১

চতুর্থ অধ্যায়: পারিবারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব ৮৪
পরিবারের জন্য খরচ করার সাওয়াব ৮৪
বোন ও মেয়েসন্তানদের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিদান ৮৭
তালাকপ্রাপ্তা মেয়ের জন্য খরচ করার নেকি ৮৯
খালার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব ৯০
মেহমানকে সম্মান করার সাওয়াব ৯১
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার সাওয়াব এবং তা ছিন্ন করার শাস্তি ৯৫
আত্মীয়কে সদাকা করার পুরস্কার ১০৯
সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সুফল ১১২
শত্রুতা পোষণ করে এমন আত্মীয়কে দান করার সাওয়াব ১১৩

মুশরিক আত্মীয়ের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখা ১১৪

পঞ্চম অধ্যায়: মুসলমানের হক ১১৬

এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের হক ১১৬

প্রতিবেশীর হক ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব ১১৮

কাউকে ঋণ দেওয়ার সাওয়াব ১২৪

অভাবীকে ছাড় দেওয়ার প্রতিদান ১২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়: দান-সদাকার ফযীলত ১২৯

সদাকা করার সাওয়াব ১২৯

সদাকার জন্য সর্বোত্তম বস্তু নির্বাচন করা ১৩৫

গোপনে দান করার সাওয়াব ১৩৯

গরিব ব্যক্তির দান সর্বোত্তম দান ১৪১

অল্প হলেও সামর্থ্যানুযায়ী দান করা ১৪২

ভিক্ষুকের অধিকার ১৪২

দান করলে ধন-সম্পদ কমে না ১৪৩

দান-সদাকা বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখে ১৪৪

অবৈধ সম্পদের দান কবুল হয় না ১৪৮

দাস মুক্ত করার প্রতিদান ১৪৯

ইয়াতীমের দায়িত্ব নেওয়ার পুরস্কার—জান্নাত ১৫২

বিধবা ও মিসকীনকে সহযোগিতা করার সাওয়াব ১৫২

যে অভাবীকে সাহায্য করে আল্লাহ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন ১৫৩

অন্যের প্রয়োজন পূরণে সুপারিশ করলেও সাওয়াব ১৬৯

দুনিয়াতে যে নেককার আখিরাতেও সে নেককার ১৬৯

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি কসম খেয়েছেন কলমের। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

সুসম্পর্ক মানব জীবনের ঘনিষ্ঠ একটি বিষয়। আমাদের রবের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক তৈরি হওয়ার বিষয়টি—কিছু মাখলূকের সাথে সুসম্পর্ক হওয়ার ওপর নির্ভর করে। এটি মূলত বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে রয়েছে মা-বাবা, নিকটাত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীসহ আরও অনেক মানুষজন। তাদের সাথে সদাচার করা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা যেহেতু আল্লাহর আদেশ, তাই তা করার দ্বারা বান্দা আল্লাহর আরও কাছাকাছি পৌঁছতে পারে।

ইসলামের সকল বিধি-বিধানকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাক্রমে ঈমান, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাক। এই পাঁচের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ইসলাম নামক প্রাসাদ। এর একটি অংশ অন্য অংশের পরিপূরক। গুরুত্বের বিচারে কোনটাই খাটো নয়। তাই সবগুলোর ওপরই সমানভাবে যত্নশীল থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের চারপাশের দুঃখজনক চিত্র হলো, আমরা সালাত-সিয়াম-যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতের প্রতি যতটুকু মনোযোগী, সুন্দর আচরণ ও উত্তম ব্যবহারের ব্যাপারে অতটা মনোযোগী নই। অথচ এগুলোকে বাদ দিয়ে কেউ কখনও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে পারবে না।

এগুলোর অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সালাফে সালিহীন উন্নত আখলাক ও সুন্দর আচার-আচরণ বিষয়ে বিভিন্ন বই-পত্র রচনা করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দিক-নির্দেশনা রেখে গেছেন। এই ধরনের একটি বই হলো ইমাম ইবনুল জাওযি

(রহিমাহুল্লাহ)-এর 'কিতাবুল-বির ওয়াস সিলাহ' (كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ)। এতে তিনি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী প্রমুখের সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং বিভিন্ন নেক আমলের বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলো বান্দাকে আল্লাহর সাথে মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করার পথে অগ্রসর করে।

আল্লাহর তাওফীকে বইটির অনুবাদ শেষ হয়ে এখন প্রকাশের পথে। অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা কিছু নীতি অবলম্বন করেছি। তা হলো মাওযূ পর্যায়ের বর্ণনা কিংবা এমন ইসরাঈলি বর্ণনা, যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলো অনুবাদ করিনি। ফলে মূল বইতে যত বর্ণনা আছে, অনূদিত বইতে তারচেয়ে কিছু কম আছে। প্রতিটি বর্ণনার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সূত্র উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে টীকাতে। যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। কেননা, মুল লেখক প্রতিটি বর্ণনাই এনেছেন নিজের সনদে। আর এই সনদই সূত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবুও পাঠকের সুবিধা হবে ভেবে অন্য যেসব গ্রন্থে বর্ণনাগুলো রয়েছে সেই সূত্র তুলে ধরেছি আমরা। কিছু কিছু জায়গায় ব্যাখ্যামূলক টীকাও সংযোজিত হয়েছে। আশা করি এটি পাঠককে উপকৃত করবে। বইটির ধারাবিন্যাসেও সামান্য রদ-বদল করা হয়েছে শুরুর দিকে। আর কিছু আলাদা আলাদা শিরোনামকে এক শিরোনামের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে কাছাকাছি বিষয়ের হওয়ার কারণে। এতে করে বইটির ধারা-বিন্যাস আরও আকর্ষণীয় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সবমিলিয়ে বইটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আমরা। পূর্ণতা দেওয়ার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন।

বইটির শুরু থেকে শেষ অনেকেই শ্রম দিয়েছেন। প্রুফ রিডিং থেকে শুরু করে, প্রচ্ছদ তৈরি, পেইজ মেকাপ, প্রেসে দৌড়াদৌড়ি ইত্যাকার অনেক কাজ থাকে একটি বই প্রকাশ হয়ে আসার পেছনে। যারাই কোনো-না-কোনোভাবে এতে শ্রম দিয়েছেন আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন। বিশেষকরে মাকতাবাতুল বায়ানের প্রকাশক ইসমাইল ভাইকে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে প্রতিদান দিন। তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ আর আন্তরিকতার কারণেই বইটি দ্রুত আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
২৪ রজব, ১৪৪২ হিজরি
৯ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাতাপিতার সাথে সদাচার করার বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা

প্রথম নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

> "তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তারই ইবাদাত করবে এবং মাতাপিতার প্রতি সদাচার করবে।"[১]

আবূ বকর ইবনুল আম্বারি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এই আয়াতের اَلْقَضَاءُ শব্দটি 'নিশ্চয়তা' অর্থ দেওয়ার জন্য আসেনি, বরং এটি 'নির্দেশ ও ফরজ' হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।'

আভিধানিকভাবে اَلْقَضَاءُ শব্দটির মূল অর্থ হলো, কোনও বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত দৃঢ়তা বোঝানো।[২]

---

১. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩।

২. যেমন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শোকগাথা রচনা করে এক কবি বলেছেন,

قَضَيْتَ أُمُوْرًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهُ * بَوَائِقَ أَكْمَامُهَا لَمْ تُفَتَّقِ

—আল-কামূসুল মুহীত, ৪/৩৮১; তাজুল আরূস, ১০/২৯৬।

(وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) এই আয়াতে وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ও তাঁদের সম্মান করা।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'তুমি তোমার কাপড় (মাতাপিতার সামনে) ঝাড়া দিয়ো না; তাদের গায়ে ধুলোবালি লাগতে পারে।'[৩]

দ্বিতীয় নির্দেশনা:

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ

"তুমি তাদেরকে 'উফ' শব্দটুকুও বলো না।"[৪]

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'উফ' (أُفٍّ) শব্দটি নিয়ে পাঁচটি মতামত রয়েছে:

১. ব্যাকরণবিদ খলীল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এর অর্থ হলো নখের ময়লা।'

২. আসমাঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে এর অর্থ হলো, কানের ময়লা।

৩. ইমাম আবুল আব্বাস সা'লাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এর অর্থ হলো, নখের কর্তিত অংশ।'

৪. ইবনুল আম্বারি (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে এর অর্থ হলো, 'কাউকে হেয় বা তুচ্ছ মনে করা। শব্দটি এসেছে اَلْأَفَفُ থেকে। যার অর্থ হলো সামান্য, অল্প।'

৫. ভাষাবিদ ইবনু ফারিস (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, اَلْأُفُّ মানে হলো, বাঁশ বা কাঠের টুকরোকে মাটি থেকে ওপরে তোলা।

ইবনুল জাওযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মহান ভাষাবিদ আবুল মানসূর (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে আমি পড়েছি, اَلْأُفُّ শব্দের অর্থ হলো, দুর্গন্ধ ও বিরক্তি। আর এর প্রকৃত অর্থ হলো, কারও ওপর মাটি বা ধুলা জাতীয় কিছু পড়লে তাতে ফুঁ দেওয়া। পরবর্তীতে 'বোঝা ও ভারী' বলে অনুভূত হয় এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরক্তি প্রকাশ করতে 'উফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।'

৩. ইবনু জারীর তাবারি, তাফসীর, ১৫/৪৮।

৪. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩।

তৃতীয় নির্দেশনা:

وَلَا تَنْهَرْهُمَا

"এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না।"[৫]

অর্থাৎ তাদের মুখেমুখে চিৎকার করে ধমকের সুরে কথা বলো না।

বিশিষ্ট তাবিয়ি আতা ইবনু আবী রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তাদের ওপর হাত তুলবে না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। অর্থাৎ তোমার সর্বোচ্চ সাধ্যানুযায়ী তাদের সাথে নম্রভাষায় কথা বলবে।'[৬]

চতুর্থ নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

"তুমি তোমার বিনয়ের ডানা তাদের দু'জনের জন্য নত করে দাও।"[৭]

অর্থাৎ মমতা ও ভালোবাসার সাথে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করো।

পঞ্চম নির্দেশনা:

মাতাপিতার অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ

"তুমি আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।"[৮]

এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা দুটি বিষয়কে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, মা-বাবার গুরুত্ব কতখানি! বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তাআলার পরেই মা-বাবার মর্যাদা!

---

৫. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩।

৬. ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৫/৬১; তাবারি, তাফসীর, ৫/৪৮।

৭. সূরা ইসরা, ১৭ : ২৪।

৮. সূরা লোকমান, ৩১ : ১৪।

মাতাপিতার সাথে সদাচার করার বিষয়ে হাদীসের নির্দেশনা

প্রথম হাদীস:

০১. মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

"তোমার মাতাপিতা তোমাকে তোমার পরিবার ও ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাবার আদেশ করলেও তুমি তাদের অবাধ্যতা করো না।"[৯]

দ্বিতীয় হাদীস:

০২. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আমার একজন স্ত্রী ছিল। আমার পিতা উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে অপছন্দ করতেন। ফলে একদিন তিনি বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।' কিন্তু আমি নাকচ করে দিলাম। তখন তিনি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বিষয়টি উল্লেখ করলে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ দিলেন, "أَطِعْ أَبَاكَ তুমি তোমার পিতার কথা মেনে নাও।"[১০]

---

৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৩৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২১৫। এর সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তবে হাদীসটি আবদুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ) সরাসরি মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শ্রবণ করেননি।

১০. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪৭১১; আবূ দাউদ, ৫১৩৮; তিরমিযি, ১১৮৯; ইবনু মাজাহ, ২০৮৮, সহীহ। ইসলাম তালাকের প্রতি কখনও উৎসাহিত করে না। বরং একে কেবল প্রয়োজনের খাতিরে বৈধ রেখেছে এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধকাজ বলে অভিহিত করেছে। তাই কখনও বাবা-মা স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে প্রথমে কারণ জানতে হবে। কারণ যদি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত হয় এবং সে কারণে তালাক ছাড়া আর কোনও উপায় না থাকে, পাশাপাশি যদি তালাক প্রদান করার দ্বারা যিনায় জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে পিতামাতার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে। পক্ষান্তরে কারণ যদি সঠিক না হয়, কেবল বউয়ের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ হয়, তাহলে তালাক দিবে না। সেক্ষেত্রে পিতামাতার অবাধ্যতায় গুনাহও হবে না। দেখুন—সুলাইমান মানসূরপূরি, কিতাবুন নাওয়াযিল, ৯/৪১।
এই হাদীসে যে তালাক দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলি কারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মিরকাতুল মাফাতীহ'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, 'স্বাভাবিক অবস্থায় এটি মুস্তাহাব। তবে যদি যৌক্তিক কিংবা শারঈ কোনও কারণ থাকে তখন এই আদেশ মান্য করা ওয়াজিব।' দেখুন—মোল্লা আলি কারী, মিরাকাতুল মাফাতীহ, ৯/১৮৮।
শাইখ আলি সাবূনি (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'সেখানে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তালাকের আদেশ দিয়েছেন, কারণ তিনি জানতেন, উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) শারঈ কোনও কারণেই তাঁর পুত্রবধূকে অপছন্দ করতেন।' দেখুন—আলি সাবূনি, হাশিয়াতু রিয়াদিস সালিহীন, ৯৯। (অনুবাদক)

তৃতীয় হাদীস:

০৩. উবাদা ইবনুস সামিত (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا

"তুমি তোমার মাতাপিতার অবাধ্যতা করো না। যদিও তারা তোমাকে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার আদেশ করেন।"[১১]

চতুর্থ হাদীস:

০৪. আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আদেশ করে বলেছেন,

أَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ مِنْهَا

"তুমি তোমার মাতাপিতার আনুগত্য করো। যদি তারা তোমাকে তোমার জগৎ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ করেন তাহলে তুমি সেখান থেকেও বের হয়ে যাও।"[১২]

পঞ্চম হাদীস:

০৫. উম্মু আইমান (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবারের কোনও এক সদস্যকে বলেছেন,

أَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَافْعَلْ

"তুমি তোমার পিতামাতার আনুগত্য করো। তারা যদি তোমাকে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ করেন তুমি তাও পালন করো।"[১৩]

ষষ্ঠ হাদীস:

০৬. জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১১. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২১৬; আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১৬৬৩৬।

১২. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১৪; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২১৯।

১৩. সুবকি, মু'জামুশ শুয়ূখ, ১/৬০৯।

بَرُّوْا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ

"তোমরা তোমাদের মাতাপিতার প্রতি ভালো আচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের প্রতি ভালো আচরণ করবে।"[১৪]

সপ্তম হাদীস:

০৭. হাসান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাতি যাইদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ছেলে ইয়াহ্ইয়াকে বলেছেন, 'আমার সাথে সদাচরণের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হননি বিধায় তোমাকে আমার ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আর তোমার প্রতি সদাচরণের বিষয়ে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন ফলে তোমার ব্যাপারে আমাকে কোনও আদেশ করেননি।'[১৫]

মাতাপিতার সাথে ভালো আচরণ করার যৌক্তিকতা

সামান্য জ্ঞান আছে এমন প্রতিটি মানুষই জানেন যে, অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করা আবশ্যক। একজন মানুষের ওপর আল্লাহ তাআলার পরে তার মা-বাবার মতো অন্য কোনও অনুগ্রহকারী নেই। কারণ তার মা তাকে দীর্ঘ সময় গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসবের সময় অসহ্য যন্ত্রণা সয়েছেন। দুধ পান করানোর সময়টাতে অনেক কষ্ট বরদাশত করেছেন। তাকে লালনপালন করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন। সন্তানকে আরামে রাখার জন্য বহু নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছেন। সবসময় নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশাপাশি পিতাও সন্তানের জন্ম নেওয়ার পেছনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। জন্মের পর সবসময় তাকে স্নেহ-মায়ার ডোরে আবদ্ধ রেখেছেন। সন্তানের প্রতিপালনের দিকে তাকিয়ে অর্থ উপার্জনে উদ্যমী হয়েছেন এবং তার জন্য অকাতরে অসংখ্য টাকা-পয়সা খরচ করেছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই সর্বদা অনুগ্রহ স্বীকার করে এবং তার বদলা দেবার চেষ্টায় থাকে। কারও অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া—মানুষের একটি অতি মন্দস্বভাব। এর সাথে যদি অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং অনুগ্রহকারীর সাথে দুর্ব্যবহারও করে, তাহলে তা হবে

১৪. আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/৩৩; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫৪, হাসান।

১৫. ইবনু কুতাইবা দীনাওয়ারি, উয়ূনুল আখবার, ৩/১০৫।

ওই ব্যক্তির নিকৃষ্টরুচি ও বিকৃত স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ।

আর মাতাপিতার প্রতি সদাচারী ব্যক্তিরও জেনে রাখা উচিত যে, তাদের সাথে সে যতই ভালো ব্যবহার করুক, তা কখনোই তাদের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না এবং এর সমপর্যায়েও পৌঁছুবে না।

০৮. যুরআ ইবনু ইবরাহীম (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এসে বলল, 'আমার মা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এমনকি আমার পিঠে না চড়ে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পর্যন্ত সারতে পারেন না। আমাকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে পরিচ্ছন্ন করতে হয়। আমি কি তাঁর হক আদায় করতে পেরেছি?'

তিনি বললেন, 'না। পারোনি।'

সে বলল, 'আমি কি তাকে নিজের পিঠে বহন করিনি এবং তার প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করিনি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার মা-ও তোমার জন্য অনুরূপ করেছেন। তবে তিনি তখন তোমার জন্য দীর্ঘ হায়াত কামনা করতেন। আর এখন তুমিও তোমার মায়ের সেবা করছো, কিন্তু অপেক্ষার প্রহর গুনছ, কখন তিনি বিদায় নিবেন!'[১৬]

০৯. মুহাম্মাদ ইবনু আইয়ূব আযদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) একবার এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার মাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, 'এখন আমি আমার মাকে বহন করছি। একদিন তিনিও আমাকে বহন করেছিলেন এবং দুধ পান করিয়েছিলেন।'

তখন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, 'না, এতে তুমি তোমার মায়ের এক বিন্দু ঋণও শোধ করতে পারোনি।'

১০. ঈসা ইবনু মা'মার (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে তার মাকে নিজের পিঠে পাখির মতো বহন করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছে এবং বলছে, 'আমি আমার মাকে বহন করে চলছি। একদিন তিনিও আমাকে বহন করেছিলেন এবং দুধ পান করিয়েছিলেন।'

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এটা শুনে বললেন, 'আমি যদি আমার মাকে পেতাম এবং তুমি যেমন তার সেবা করছো, সেরকম সেবা করতে পারতাম, তবে তা আমার কাছে

---

১৬. যামাখশারি, রবীউল আবরার ওয়া নুসূসুল আখইয়ার, ৪/২৯৭।

মূল্যবান লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয় হতো।'[১৭]

১১. কোনও এক ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমাইর (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলল, 'আমি আমার মাকে (হাজ্জের সফরে) খোরাসান থেকে কাঁধে বহন করে এনেছি। তারপর তাঁর হাজ্জের সকল কাজ সম্পাদন করেছি। আপনার কি মনে হয় যে, আমি তাঁর প্রতিদান দিতে সক্ষম হয়েছি?'

তিনি বললেন, 'না, তুমি তোমার মায়ের এক বিন্দুও ঋণ শোধ করতে পারোনি।'[১৮]

১২. আবূ বুরদাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একজন ইয়ামানি ব্যক্তি তার মাকে পিঠে বহন করা অবস্থায় বলছিল, 'আমি হলাম আমার মায়ের অনুগত উট। যার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই।'

অতঃপর সে ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে ইবনু উমর! আপনার কি মনে হয় আমি তাঁর প্রতিদান দিতে পেরেছি?'

তিনি বললেন, 'না, এক বিন্দুও নয়।'[১৯]

পিতামাতার মতো অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই জরুরি। প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হলো, নিজের মা-বাবা, পরিবার ও সমাজের সম্পর্কগুলো সুন্দর রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, এক্ষেত্রে অবহেলা ও অমনোযোগিতা থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকা।

মা-বাবার সেবা করার ফযীলত

১৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি এসে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি তাকে বললেন,

أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ "তোমার মাতাপিতা কি জীবিত আছেন?"

সে বলল, 'হ্যাঁ। তারা জীবিত আছেন।'

---

১৭. হান্নাদ ইবনুস সারি, আয-যুহ্দ, ২/৪৫৪।

১৮. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১৩৭।

১৯. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১; আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, ৩৮; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৯২৬।

তখন তিনি তাকে বললেন, فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ "তাহলে তাদের খেদমতেই খুব আন্তরিকতার সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখো।"[২০]

১৪. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বাইআত হতে এসে বলল, 'আমার বাবা-মাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে আপনার কাছে হিজরতের ওপর বাইআত হতে এসেছি।'

তখন তিনি তাকে বললেন,

فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

"তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। আর যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাদের মুখে হাসি ফুটাও।"[২১]

১৫. আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হিজরত করে এল। তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, هَلْ بِالْيَمَنِ أَبَوَاكَ؟ "ইয়ামানে কি তোমার মাতাপিতা আছেন?"

সে বলল, 'জ্বী, আছেন।'

তিনি জানতে চাইলেন, أَذِنَا لَكَ؟ "তারা উভয়ে কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন?"

সে বলল, 'না, দেননি।'

তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন,

اِرْجِعْ إِلَى أَبَوَيْكَ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ فَعَلَا، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا

"তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অনুমতি চাও। তারা যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে ঠিক আছে। অন্যথায় তুমি তাদের সেবায় নিজেকে নিমগ্ন রাখবে।"[২২]

---

২০. বুখারি, ৩০০৪, ৫৯৭২; মুসলিম, ২৫৪৯।

২১. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান, ২৫২৮, সহীহ।

২২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, ২৫৩০, সহীহ।

১৬. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক মহিলা রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তার ছেলেকে নিয়ে এল। সে জিহাদে যেতে চাচ্ছিল আর তার মা তাকে নিষেধ করছিল। তখন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَقِمْ عِنْدَهَا، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ الَّذِيْ تُرِيْدُ

"তুমি তোমার মায়ের কাছেই অবস্থান করো। তুমি যেরকম প্রতিদান পাওয়ার ইচ্ছা করছো, সেরকমটাই পাবে।"[২৩]

১৭. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি চাইল। তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ "তোমার পিতামাতার কেউ কি বেঁচে আছেন?"

সে বলল, 'আমার মা বেঁচে আছেন।'

তিনি বললেন, فَانْطَلِقْ فَبِرَّهَا "যাও, গিয়ে তাঁর সদাচরণ করতে থাকো।"

যখন সে বাহনে চড়ে (ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে) তখন তিনি তাকে বললেন,

إِنَّ رِضَى الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطَ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

"নিশ্চয়ই পিতামাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি।"[২৪]

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল—পিতামাতার সেবা করা

১৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন আমল আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়?'

---

২৩. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৮/৪৬৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/১৯২; এই সনদে 'রিশদীন ইবনু কুরাইব' নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'মুনকারুল হাদীস।'

২৪. তিরমিযি, আস-সুনান, ১৮৯৯, সহীহ; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৭২৪৯; ইবনু হিব্বান, ৪২৯।

তিনি বললেন, اَلصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا "যথা সময়ে সালাত আদায় করা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কোনটি?'

তিনি বললেন, ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ "পিতামাতার সেবা করা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কোনটি?'

তিনি বললেন, اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"[২৫]

মাতাপিতার সেবায় বয়স বৃদ্ধি পায়

১৯. সাহল ইবনু মুআয (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ بَرَّ وَالِدَهُ طُوْبٰى لَهُ، زَادَ اللهُ فِيْ عُمْرِهِ

"তার জন্য সুসংবাদ! যে মাতাপিতার সেবা করল। আল্লাহ তাআলা তার হায়াত বাড়িয়ে দিবেন।"[২৬]

---

২৫. বুখারি, ৫২৭; মুসলিম, ৮৫।

২৬. বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২২, দঈফ; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৪/১৫৪।
আল্লাহ তাআলা মানুষের মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

"যখন তাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তা একমুহূর্তও আগপিছ করা হয় না।"[সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৯।]
এমনিভাবে অনেক হাদীসের মাধ্যমেও প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে হয়। তাহলে যেসব হাদীসে বলা হয়েছে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার মাধ্যমে কিংবা মাতাপিতার খেদমত করলে বয়স বৃদ্ধি ঘটে—এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? মুহাদ্দিসগণ এর বেশ কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
১. এই বৃদ্ধি পাওয়া প্রকৃত অর্থে নয়। অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধি পাবে মানে হলো, তার শারীরিক সুস্থতা, রিযক ও কাজ-কর্মে অনেক বরকত দেওয়া হবে। ফলে তার জীবন অনেক সুখময় হবে। এটাও একপ্রকারের বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি পরিমাণের দিক দিয়ে নয়, গুণাগুণের দিক দিয়ে।
২. তার মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজন তার কথা আলোচনা করবে, তাকে স্মরণ করবে। ফলে যেন সে মৃত্যুর পরেও বহু বছর তাদের মাঝে বেঁচে রইল। কারণ আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুর পর ওই ব্যক্তির কথাই মনে রাখে, যে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল।
৩. বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর ফেরেশতাকে জানিয়ে দেন, অমুক ব্যক্তি যদি মা-বাবার সেবা করে বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে তাহলে তার হায়াত এত বছর আর যদি না করে তাহলে এত বছর। এভাবে ফেরেশতার জ্ঞানানুসারে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা বা মা-বাবার সেবা করার মাধ্যমে তার হায়াতে কম-বেশি ঘটে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানেন যে, শেষ পর্যন্ত বান্দা কোনটা করবে এবং তার মৃত্যু কখন হবে। ফলে আল্লাহর ইলমে কোনও পরিবর্তন ঘটে না।
বিস্তারিত জানতে দেখুন—আবদুর রহমান মুবারাকপূরি, তুহফাতুল আহওয়াযি, ৬/৯৭; মুনাবি, ফায়যুল কাদীর, ৩৪১৬; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ১০/৪২৯; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, ৮/৮১। (অনুবাদক)